জনকণ্ঠ
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬
NOV. 27 2002

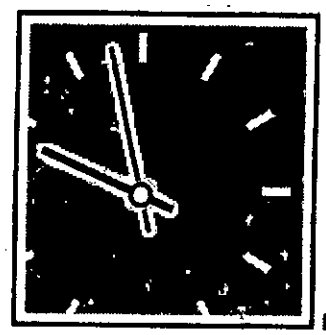

সহিষ্ণু সময়

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী

উচ্চ মাধ্যমিকের হাসিকান্না

বাংলা-ইংরেজী মিলিয়ে গোটা চারেক সংবাদপত্র আমি নিয়মিত পড়ি। লক্ষ্য করেছি যেসব সংবাদ বাংলা কাগজে পর পর কয়েকদিন সচিত্র পরিবেশিত হয় ও এমনভাবে, যাতে পত্রিকার উৎসাহ নিয়ে কোন সন্দেহ থাকে না, সেগুলো সমান গুরুত্ব পায় না ইংরেজী কাগজে। সামাজিক সাংস্কৃতিক ঘটনা বাংলা কাগজে সমাদৃত। অথচ ইংরেজী কাগজে অনেক সময় উল্লেখমাত্র পায় না। আমি এর কারণ খুঁজে পাইনি। এমন হতে পারে, অনুষ্ঠান যাঁরা আয়োজন করে থাকেন, অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র পাঠানোর সময় তাঁরা ইংরেজী কাগজগুলোকে ভুলে যান। আর অনিমন্ত্রিত কোন সংবাদপত্র এসব অনুষ্ঠানে তাদের প্রতিনিধি কেন পাঠাবে?

ক'দিন আগে উচ্চ মাধ্যমিকের ফল বেরিয়েছে। পুরনো ধারায় বাংলা কাগজগুলো একে বড় খবর করেছে। গতবারের মতো এবারও পাসের হার উদ্বেগজনকভাবে কম। পাস-ফেল সংক্রান্ত পরিসংখ্যান দিয়েছে। আর পরীক্ষায় যারা শীর্ষ জায়গাগুলো দখল করেছে, তাদের সবাইকে মঞ্চের পাদপ্রদীপে এনেছে। ক্রীড়া জগতের কীর্তিমানেরা যেভাবে নায়কের মর্যাদা পায় খেলার পাতায়। শিক্ষা জগতের এই কীর্তিমানেরা সমান মর্যাদা পেয়েছে। শুধু তাদের ছবি ছাপিয়েই থামেনি, তাদের অনুভূতির কথা, ছাত্র-রাজনীতি নিয়ে তাদের মন্তব্য, তাদের ভবিষ্যত পরিকল্পনা, কোন কোন ক্ষেত্রে ভবিষ্যত নিয়ে তাদের দুশ্চিন্তা, এসব এমন উদারতার সঙ্গে এসেছে আমাদের বাংলা কাগজগুলোতে যে, মনে হবে দারুণ খরার দিনে আকাশভরা কালো মেঘ অঢেল বৃষ্টিতে ভিজিয়ে দিয়ে গেল তপ্ত ধরণীতল। আমাদের কাগজে সংবাদ বলতে আমরা দুঃসংবাদই পাচ্ছি, দু'-চার সপ্তাহ নয়, দু'-চার মাস নয়, বছরের পর বছর। নিত্যনতুন দুঃসংবাদের ডালি নিয়ে হাজির হচ্ছে প্রতিদিনের কাগজ। সমাজে হিংসা ও প্রতিহিংসার মহামারী চলেছে, যার শিকার হচ্ছে নিষ্পাপ শিশু, নিরপরাধ কিশোর, অবৈধ কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়া যুবক, রাজনৈতিক কর্মী এবং নারী, বিশেষত নারী। নিপীড়ন-নির্যাতন-নির্মমতার ঘটনা এত অধিক সংখ্যায় অতীতে ঘটেনি। সন্ত্রাস এক ভয়াবহ মূর্তি নিয়ে দেখা দিয়েছে। কেউ নিরাপদ বোধ করছে না, এমনকি ঢাকার মতো মহানগরের সবচেয়ে সুরক্ষিত ভবনেও।

স্বভাবতই সংবাদপত্রে দেশের এই ভীত-সন্ত্রস্ত-আক্রান্ত-অসুস্থ রূপটাই দিনের পর দিন আমরা দেখতে অভ্যস্ত। এর মধ্যে যখন হঠাৎ এক ঝাঁক তরুণ প্রতিভাউজ্জ্বল মুখ দেখতে পাই, সেইসব মুখে সাফল্যের হাসি দেখতে পাই, সন্তানের কৃতিত্বে পিতামাতার মুখে তৃপ্তি ও সার্থকতার নির্মল উদ্ভাস দেখতে পাই তখন বড় ভাল লাগে। তখন মনে হয়, সর্বগ্রাসী দুঃসংবাদই একমাত্র সত্য নয়, এর পাশাপাশি কিছু খুশির খবরও আছে। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় এত গলদ, এত বিচ্যুতির মধ্যেও কিছুসংখ্যক স্কুল ও কলেজ আছে, যেখানে নিবেদিত শিক্ষক আছেন, নিষ্ঠ ছাত্র ও ছাত্রী আছে। এইসব প্রতিষ্ঠান থেকেই বেরিয়ে এসেছে কৃতী পরীক্ষার্থীরা, যাদের ছবি দেখতে পাচ্ছি সংবাদপত্রের পাতায়, যাদের ইচ্ছা ও স্বপ্নের কথা শোনাচ্ছেন আমাদের সাংবাদিকেরা। এদের সম্মিলিত স্বপ্ন দিয়েই গড়া আমাদের ভবিষ্যতের স্বপ্ন। দুঃস্বপ্ন-তাড়িত আমাদের বর্তমান, তবে এর মধ্যেও আমরা আশা রাখছি, আজকের এই স্বপ্ন দেখা তরুণেরা একদিন সৃষ্টি করবে অন্য এক ভবিষ্যত।

এই কথা যখন লিখছি, আমার সামান্য একটা অনুতাপ হচ্ছে মাত্র ক'দিন আগে এক বাংলা দৈনিকের আমার স্নেহভাজন এক সাংবাদিকের সঙ্গে আমার এক সাক্ষাতকারে আমি ঢাকা ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান পরিস্থিতির কথা বলতে গিয়ে যেভাবে ও যে ভাষায় আমার তিক্ততা, আমার নৈরাশ্য প্রকাশ করেছিলাম, এটা আমার স্বভাব-সম্মত নয়। উচ্চ শিক্ষাঙ্গনের বেহাল অবস্থার কথা আমি জানি, সবাই জানেন। শিক্ষার কুসুমে যে-কীট প্রবেশ করেছে তা কোন গোপন কথা নয়। এই কীট আমাদেরই সৃষ্টি। কিন্তু বিরস সত্যটাকে আমরা যেন সযত্নে আড়াল করে চলেছি। সত্যের মুখোমুখি হতে আমরা ভয় পাই। উচ্চশিক্ষা বলতে যা বোঝায়, সেটি যে একটি অনুৎপাদনশীল খাতে পর্যবসিত হয়েছে, আমাদেরই অযোগ্যতা ও ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধির কারণে, সেই অপ্রিয় সত্য থেকে আমরা মুখ ফিরিয়ে আছি। অযোগ্যতাকে অযোগ্যতা বলতে আমরা নারাজ। এমনকি নীতি ও দুর্নীতির সংজ্ঞা পর্যন্ত পাল্টে গেছে। শুধু যে উচ্চ শিক্ষাঙ্গনেই এটা ঘটছে তা নয়। সমাজ ও রাষ্ট্র-জীবনের সকল স্তরে, সকল ক্ষেত্রেই এটা ঘটছে। যেটা দুঃখজনক, তা হলো উচ্চ শিক্ষাঙ্গন এর ব্যতিক্রম হতে পারত, কিন্তু হয়নি। দুর্নীতিপরায়ণ শিক্ষক, উচ্চতম ডিগ্রীর শিরোপা যাঁর মাথায়, অবলীলাক্রমে হাত মিলিয়েছেন দুর্নীতিপরায়ণ ব্যাংকার, ঠিকাদার, রাজনীতিকের সঙ্গে। আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, শিক্ষাঙ্গনের এই দুর্গতি-এই দুরবস্থা থেকে উদ্ধারের কী উপায়। আমি কোন উপায়ের কথা বলতে পারিনি, শুধু বলেছি পরিবর্তন যদি আসে, আসবে ভিতর থেকে। আমার এই কথায় কেউ আশ্বস্ত হবেন না, আমি জানি। কিন্তু এর চেয়ে কোন সহজ আশ্বাস আমার জানা নেই।

উচ্চ মাধ্যমিকের সাফল্য-সংবাদ আনন্দ-সংবাদ হিসাবেই পরিবেশিত হয়েছে। আমি এই আনন্দের শরিক। তবে এ বিষয়ে আমার একটা বক্তব্য আছে। সাংবাদিকরা ছবির আলোকোজ্জ্বল দিকটা দেখেছেন, এর কালো দিকটি সেভাবে তুলে ধরেননি।

চিন্তা করে দেখুন, প্রতি একজন পাস করা পরীক্ষার্থীর বিপরীতে আছে তিনজন, যারা ফেল করেছে। এর পূর্ববর্তী স্তরে, মাধ্যমিকেও অনেকটা একই ঘটনা ঘটেছিল। যাদের অঙ্কের মাথা ভাল, তারা বলতে পারবেন প্রতি ১০০ জন ছাত্র, যারা মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসেছিল, তাদের মধ্যে দশ জনও উচ্চ মাধ্যমিকের বেড়া পার হতে পারল কি না।

উচ্চ মাধ্যমিকের সাফল্য-সংবাদ আনন্দ-সংবাদ হিসাবেই পরিবেশিত হয়েছে। আমি এই আনন্দের শরিক। তবে এ বিষয়ে আমার একটা বক্তব্য আছে। সাংবাদিকরা ছবির আলোকোজ্জ্বল দিকটা দেখেছেন, এর কালো দিকটি সেভাবে তুলে ধরেননি

এর ভিতর থেকেই বেরিয়ে আসছে শিক্ষা কার্যক্রমের ভয়াবহ ব্যর্থতা ও অপচয়ের ছবি। শিক্ষা-জগতের ভিতর-দৃশ্যটা হচ্ছে এক নিষ্ফল, নিরুদ্যম, নিরানন্দ ও উদ্দেশ্যহীন তৎপরতা। এই তৎপরতায় লিপ্ত রয়েছেন স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ, লিপ্ত রয়েছে তাঁদের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ। উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফল থেকে সহজেই মনে করা যেতে পারে, প্রতি দশটি স্কুলের মধ্যে নয়টিতেই এই পরিস্থিতি বিরাজ করছে। স্কুলের বেশিরভাগই বেসরকারী। তবে শিক্ষকরা সবাই সরকারী বেতন-ভর্তুকি পাচ্ছেন। অধিকাংশ শিক্ষক নিম্নবেতনভুক, অন্য কথায় দরিদ্র। অল্পসংখ্যক যারা সচ্ছল, তাদের সচ্ছলতা যতটা না বেতনের কারণে, তার চেয়ে বেশি ভিন্ন কারণে– প্রাইভেট টিউশনি যার মধ্যে প্রধান। মাধ্যমিক শিক্ষার মূল সমস্যাগুলো সচরাচর আলোচনায় আসে না। পাঠ্যবিষয় নিয়ে বিস্তর টানা-হ্যাঁচড়া হয়েছে। ইংরেজীর সীমানা নিচের দিকে বিস্তৃত হয়েছে। ধর্ম শিক্ষা অতিরিক্ত গুরুত্ব পেয়েছে। ইতিহাস অবহেলিত হয়েছে ও বার বার লিখিত-পুনর্নির্মিত হয়েছে, রাজনৈতিক বিবেচনায়। বিজ্ঞান, গণিত যোগ্যতার সঙ্গে শেখানোর প্রকৃত উদ্যোগ দেখা যায়নি। ভাষা, বিজ্ঞান ও গণিতের দুর্বল ভিত্তি নিয়ে ছাত্র উচ্চশিক্ষায় হোঁচট খাচ্ছে। উচ্চশিক্ষার মান ক্রমাগত নিচে নেমেছে নিম্নমানের ছাত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার তাগিদে। উচ্চশিক্ষার দায়িত্ব নিয়ে যাঁরা উচ্চাসনে বসে আছেন, তাঁরা ব্যর্থতার দায় চাপিয়ে বসে আছেন ছাত্রদের উপর : ওরা পড়াশোনা করে না, ওরা শুধু একটা ডিগ্রীর জন্য আসে কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই সহজ ব্যাখ্যায় আত্মসন্তুষ্ট শিক্ষকের সংখ্যাই বেশি। এ পর্যন্ত এমন কোন প্রকৃত উদ্যোগ দেখা গেল না ডিগ্রী পর্যায়ে পূর্ববর্তী পর্যায়ের দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার উপায় বের করার। জাতীয় পর্যায়ে এমন একটি প্রয়াস দেখা গেল না যার লক্ষ্য হবে মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিকের সঙ্গে উচ্চশিক্ষার সেতুবন্ধ রচনা করা। দু'টি পর্যায়ের মধ্যে কোন কার্যকর যোগাযোগ না থাকায় উচ্চ মাধ্যমিকের স্তরে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ ছাড়াই বেশিরভাগ ছাত্র প্রবেশ করছে উচ্চশিক্ষার স্তরে। মাধ্যমিক থেকে উচ্চ শিক্ষায় প্রবেশের সঙ্গে জড়িত সমস্যাগুলো নিয়ে সাম্প্রতিক শিক্ষা-সংস্কার বিষয়ক কমিটিগুলো কোন স্পষ্ট সুপারিশ করেছে কি?

উচ্চ মাধ্যমিকের স্তরে যে ভয়াবহ ব্যর্থতা ও অপচয়ের ছবি বেরিয়ে এলো, তা এবারের কোন ব্যতিক্রমী ব্যাপার নয়। এটা এ দশকের, বলা যায় পূর্ববর্তী তিন-দশকের এক স্থির চিত্র। যাঁরা শিক্ষার সঙ্গে জড়িত, বিশেষত নীতি নির্ধারণের স্তরে, তাদের ত রাতের ঘুম হারাম হওয়ার কথা। অথচ কী আশ্চর্য, একই দুর্ঘটনা– একে দুর্ঘটনাই বলব– ঘটে যাচ্ছে বছরের পর বছর, অথচ এ নিয়ে কোন উদ্বেগের খবর পাচ্ছি না। যেন এটা কোন দুঃসংবাদই নয়। যেন সবাই আমরা এটাকে নিয়তির লেখা বলেই মেনে নিয়েছি। কতী ছাত্রদের কৃতিত্বে আনন্দ করছি; তাদের নিয়ে উৎসব করছি, কিন্তু ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে যে অধিক সংখ্যায় ছাত্র-ছাত্রী, তাদের বেদন আমাদের স্পর্শ করছে না। তাদের ব্যর্থতাকে আমাদের ব্যর্থতা বলে স্বীকার করছি না। কোন অপরাধ বোধ আমাদের পীড়ি করছে না।

যারা ভাল ফল করেছে, তারা আমার ঐ সাক্ষাতকার না-পড় আমি তাই চাই। আমি তাদের আশা ও উৎসাহে ঠাণ্ডা পানি ঢাল চাই না। তারা বেশিরভাগই ত চেয়ে আছে দেশের মূলধা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দিকে, তাদের ঈপ্সিত বিষয় যাই হো তাদের মধ্যে ভাগ্যবান কিছুসংখ্যক চেয়ে আছে কতিপয় প্রাই বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে। সেখানে প্রত্যাশা আছে প্রাপ্তির, ভয়ানকভাবে খণ্ডিত সেই প্রাপ্তি, কারণ প্রকৃত বিশ্ববিদ্যা পরিবেশ এখনও অনায়ত্ত সেখানে। তবু যথাসময়ে শিক্ষ করার প্রতিশ্রুতি– তার মূল্য কম নয়। কিন্তু সংখ্যাগু তাদের জন্য কী প্রতিশ্রুতি দেয়া যাবে আজকের এই ক্যাম্পাসের দারুণ দুঃসময়ে?